দ্বাদশ অধ্যায়: অর্থনৈতিক নিদের্শকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষক জনাব 'X' ক্লাসে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শ্রেণিবিভাগ পড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'A' দেশের মাথাপিছু আয় ১০০৫ ডলারের নিচে। শিক্ষক জনাব 'X' জানালেন A দেশের অর্থনীতির প্রধান খাতটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর উৎপাদন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবে খাতটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। *◀ শিখনফল-১ ও ৫*

ক. মাথাপিছু আয় নির্ধারণের পদ্ধতি কী? ১

খ. মাঝারি আয়ের দেশ হওয়ার জন্য কত মাথাপিছু আয় প্রয়োজন? ২

গ. শিক্ষক জনাব 'X' উল্লিখিত 'A' দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সংশ্লিষ্ট খাতটির প্রতিবন্ধকতা দূর করে কীভাবে দেশটিকে এগিয়ে নেওয়া যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে (GNI) সে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

খ মাঝারি আয়ের দেশ হওয়ার জন্য মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ১০০৬ ডলার থেকে ১২২৭৫ ডলার হওয়া প্রয়োজন।

মধ্য আয়ের দেশগুলোকে সাধারণত নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ ও উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। মাথাপিছু আয় ১০০৬ ডলার থেকে ৩৯৭৫ ডলার হলে কোনো দেশ নিম্ন মধ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার মাথাপিছু আয় ৩৯৭৬ ডলার থেকে ১২২৭৫ ডলার এর মধ্যে হলে কোনো দেশ উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষক জনাব 'X' মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে 'A' দেশের নিম্ন আয়ের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা– ১. উচ্চ আয়ের দেশ, ২. মধ্য আয়ের দেশ ও ৩. নিম্ন আয়ের দেশ। এক্ষেত্রে কাঠামো হিসেবে ধরা হয় মাথাপিছু জাতীয় আয়। যেসব দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১০০৫ ডলার বা তার নিচে সেসব দেশকে নিম্ন আয়ের দেশ বলা হয়। এ দেশগুলোই পৃথিবীতে দরিদ্র দেশ হিসেবে বিবেচিত। তবে এসব দেশকে কোনো কোনো সময় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও এগুলো আসলে অনুন্নত দেশ।

উদ্দীপকের শিক্ষক জনাব 'X' ক্লাসে 'A' দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। মাথাপিছু জাতীয় আয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের ৩টি কাঠামোর মধ্যে সব চেয়ে নিচে এ দেশটির অবস্থান। 'A' দেশটি একটি অনুন্নত দেশ। দেশটির ১০০৫ ডলারের নিচের মাথাপিছু আয়ের বৈশিষ্ট্যই তা প্রমাণ করে। কারণ অনুন্নত বা নিম্ন আয়ের দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১০০৫ ডলার বা তার নিচে।

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া তথ্য ১০০৫ ডলারের নিচে মাথাপিছু আয় অনুসারে 'A' দেশটিকে অনুন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অনুন্নত দেশের প্রধান খাত হলো কৃষি এবং এ খাতটি নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। অনুন্নত দেশের জাতীয় মাথাপিছু আয় খুব কম হওয়ায় এসব দেশের কৃষকরা সবসময় দরিদ্র থাকেন। এজন্য তারা প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কিনতে পারেন না এবং বীজ ও সারের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যায় পড়তে হয়। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে এ সমস্যাটি মোকাবিলা করতে হবে এবং কৃষিতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে। তাহলে কৃষকদের জন্য কৃষি উপকরণ সহজলভ্য হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অনুন্নত দেশগুলো সবসময় পিছিয়ে থাকে বলে আধুনিক জীবন পদ্ধতিতে অভ্যস্ততা থাকে না। এজন্য কৃষিক্ষেত্রের আধুনিক চাষ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার অনুপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত চাষ পদ্ধতির প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

অনুন্নত দেশে কৃষির বড় প্রতিবন্ধকতা হলো কৃষকদের নিম্ন সামাজিক অবস্থান ও দরিদ্রতার কারণে তারা উন্নত চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে না। ফসলের ওপরই তাদের জীবনযাপন করতে হয়। এজন্য খরা, বন্যা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে তারা সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া কৃষি পণ্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তারা এর সুফল খুব কমই পায়। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আর মধ্যসত্ত্বভোগীরা এজন্য দায়ী। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সহজশর্তে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণ সুবিধা কৃষকদের জন্য প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে। একইসাথে মধ্যসত্ত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর ফলে কৃষকরা লাভবান হবে।

অনুন্নত বা নিম্ন মাথাপিছু আয়ের দেশগুলোতে কৃষিসহ সব সেক্টরই উন্নয়নের ধারায় আনতে হবে। এজন্য উদ্দীপকের 'A' এর মতো সব দেশেই উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর প্রতিবন্ধকতা দক্ষতার সাথে দূর করতে হবে। তাহলেই এসব দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

প্রশ্ন ▶২ ঘটনা ১: রাহুল দশম শ্রেণির ছাত্র। রাহুলের বাবা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। গত বছর উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বেতন ভাতা বাবদ পান ৫ লাখ ডলার। এবছর সেখানে পান ৫.১০ লাখ ডলার।

ঘটনা ২: এ বছর বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় করেন ১ লাখ ডলার। রাহুলের বড় ভাই রাহুলকে এবছর সিঙ্গাপুর থেকে ৩ লাখ ডলার পাঠায়। রাহুল খুশি হয়ে ভাই ও ভাইয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য ১ লাখ ডলারের পোশাক কিনে সিঙ্গাপুরে ভাইয়ের বাসায় পাঠায়। *◀ শিখনফল-১ ও ৬*

ক. মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১

খ. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা ১ এর ক্ষেত্রে রাহুলের বাবার জন্য প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয় কর। ৩

ঘ. রাহুলের পরিবারের জন্য নির্ণয়কৃত জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে এটাকে উন্নত দেশের পরিবারের সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় কী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের সূত্রটি হলো—

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}।$$

খ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আমদানি নির্ভরশীলতা।

উৎপাদন, ক্ষমতা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য আমদানি নির্ভর। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হলেও সম্পদ ও উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্য বাংলাদেশকে আমদানি করতে হয়। সে তুলনায় বাংলাদেশ খুব বেশি পণ্য রপ্তানি করতে পারে না। এ কারণে দীর্ঘ সময় ধরেই বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বিদ্যমান।

গ কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে প্রবৃদ্ধির হার বলে।

রাহুলের বাবা গত বছরের চেয়ে বেশি আয় করে
৫.১০ লাখ বা ৫১০০০০ – ৫০০০০০ ডলার = ১০০০০ ডলার
৫০০০০০ ডলারে ১ বছরে আয় বেশি হয় ১০০০০ ডলার

১ ডলারে ১ বছরে আয় বেশি হয় $\frac{১০০০০}{৫০০০০০}$ ডলার

∴ ১০০ " ১ " " " " $\frac{১০০০০ \times ১০০}{৫০০০০০}$ ডলার

= ২ ডলার

রাহুলের বাবার আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ২ ডলার।

ঘ রাহুলের পরিবারের আয়ের ভিত্তিতে এটাকে উন্নত দেশের পরিবারের সমপর্যায়ভুক্ত করা যায়।

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক। এ সূচক দ্বারা দেশটি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হলে দেশটিকে উন্নত বলা হয়। আর যদি তা থেকে জিডিপি কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল। ১২২৭৬ ডলার বা তার বেশি আয়ের দেশকে উচ্চ আয়ের দেশ বা উন্নত দেশ বলা হয়। ১০০৬-১২২৭৫ ডলার আয়ের দেশসমূহকে মধ্য আয়ের দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। অপরদিকে, ১০০৫ ডলার অথবা তার কম আয়ের দেশকে নিম্ন আয়ের দেশের দেশ বলা হয়। মধ্য আয়ের দেশসমূহ যথারীতি উন্নয়নশীল হয়। তবে মধ্য আয়ের দেশের ২টি ভাগ করেছে- ১. উচ্চ মধ্য আয় ও ২. নিম্ন মধ্য আয়। নিম্ন মধ্য আয়ের দেশগুলোর অবস্থান নিম্ন বা অনুন্নত।

উদ্দীপকের রাহুলের বাবার বাৎসরিক আয় (৫১০০০০ + ১০০০০০ + ৩০০০০০) = ৯১০০০০ ডলার।

এখান থেকে ভাইয়ের ছেলে-মেয়েদের পাঠানো ১ লাখ ডলার বাদ দিলে মোট আয় ৮১০০০০ ডলার। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন।

সুতরাং মাথাপিছু আয় = $\frac{৮১০০০০}{৫}$ = ১৬২০০০ ডলার। যা নিশ্চিতভাবে উন্নত দেশের পরিবারকে নির্দেশ করে।

সুতরাং, আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় রাহুলদের পরিবার উন্নত দেশের পর্যায়ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶৩ অধ্যাপক ড. সেলিম জাহান একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি এক সেমিনারে বলেন, "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাত ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু এই অগ্রগতি দ্রুত উন্নতি করতে সক্ষম হবে না।" তার মতে, "দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০" এর বাস্তবায়নে এই খাতের সার্বিক উন্নয়ন করা জরুরি।" *◀ শিখনফল-৪ ও ৫*

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১

খ. জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ড. সেলিম জাহান আমাদের শিল্পখাতের কোন প্রতিবন্ধকতাসমূহ ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ড. সেলিম জাহানের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলো জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার।

খ জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানকে বোঝায়।

সংরক্ষণের অর্থ বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান। আমরা জানি, একটি দেশের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদ একত্র করলে হয় জাতীয় সম্পদ। সমষ্টিগত সম্পদের মধ্যে দেশের সব মানুষ সম্মিলিতভাবে যেসব সম্পদের মালিক সেগুলো এবং রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সকল প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত সম্পদ অন্তর্ভুক্ত। তাই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদ উভয়েরই সংরক্ষণকে বোঝায়।

গ উদ্দীপকের ড. সেলিম জাহান আমাদের শিল্পখাতের ভিত্তিমূলক শিল্পের অভাবকে ইঙ্গিত করেছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে শিল্পখাতে ভিত্তিমূলক শিল্প বা Basic Industry নেই। যেকোনো দেশের শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য ভারী শিল্প যেমন- লোহা ইস্পাত শিল্প, ভারী যানবাহন শিল্প প্রভৃতি প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এসব শিল্প প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এ জন্য আমাদের দেশের শিল্পখাত এখনো পিছিয়ে আছে। ড. সেলিম জাহান এই বিষয়টিই ইঙ্গিত করেছেন।

উদ্দীপকে ড. সেলিম জাহান এক সেমিনারে বলেন, বাংলাদেশের শিল্পখাত ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু এ খাত দ্রুত উন্নতি করতে সক্ষম হবে না। তার এ কথার মাধ্যমে ভিত্তিমূলক শিল্পের অভাবই ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, ড. সেলিম জাহানের মতো আমিও মনে করি শিল্পখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০' এর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

দেশের শিল্পখাতে বিরাজমান প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে— বৃহৎ/ভারী বা মৌলিক শিল্পের অভাব, দুর্বল অবকাঠামো, মূলধন বা পুঁজি এবং শিল্পঋণের অপর্যাপ্ততা, উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি। এসব বাধা ও সমস্যা সমাধানে সরকার 'জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০' ঘোষণা করেছে। এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো— উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, নারীদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, শ্রমঘন, রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন, দেশের শিল্পায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা, একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলা প্রভৃতি। এই নীতি বাস্তবায়িত হলে ভিত্তিমূলক শিল্পের অভাব, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, শিল্প ঋণের অপর্যাপ্ততাসহ শিল্প ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যাগুলো দূর হবে। আর দেশে শিল্প প্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে শিল্পের আধুনিকায়ন সম্ভব হবে। ফলে শিল্পখাতে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। উদ্দীপকের অধ্যাপক ড. সেলিম জাহানও শিল্পখাতের সার্বিক উন্নয়নে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ বাস্তবায়নের কথা বলেছেন।

তাই বলা যায়, শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এর বাস্তবায়ন আবশ্যক।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৪ ১০ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের শিক্ষিকা নাসরিন আপা তার শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু আয় সম্পর্কে লেকচার দিচ্ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দিলেন। যদি বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় ১০ লক্ষ টাকা হয় এবং জনসংখ্যা ৫০০০ জন হয় তাহলে মাথাপিছু আয় হবে ২০০ টাকা। *◀ শিখনফল-১*

ক. ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ছিল? ১

খ. অনুন্নত দেশ বলতে কী বোঝ? ২

গ. নাসরিন আপার উদাহরণটি সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত জাতীয় আয় কীভাবে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০১ সাল বাংলাদেশে জন্যসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৪৮%।

খ অনুন্নত দেশ বলতে স্বল্প মাথাপিছু ও নিম্ন জীবনযাত্রার অধিকারী দেশকে বোঝায়।

যে সব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় উন্নত দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় কম থাকার পাশাপাশি প্রচুর জনসংখ্যা ও প্রকৃতিক সম্পদ থাকা স্বত্ত্বেও সেগুলোর পূর্ণ ব্যবহারে সক্ষম নয় তাকে বলা হয় অনুন্নত দেশ। যেমন- নাইজেরিয়া, ঘানা, ভুটান ইত্যাদি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের সূত্র ব্যাখ্যা কর।

ঘ মাথাপিছু আয় কীভাবে জনগণের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে? আলোচনা কর।

প্রশ্ন ▶ ৫ 'A' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন এ বছর ৫০,০০০ কোটি টাকা। দেশটি এ বছর আমদানি করেছে ২০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী। অন্যপক্ষে দেশটি রপ্তানি ও প্রবাসী নাগরিকদের নিকট থেকে রেমিটেন্স বাবদ এ বছর ৩০,০০০ কোটি টাকা অর্জন করেছে। *◀ শিখনফল-১ ও ৫*

ক. ভোগ কাকে বলে? ১

খ. মাথাপিছু আয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'A' দেশটির এ বছর GDP কত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমদানি-রপ্তানি (রেমিটেন্সসহ) বিবেচনায় 'A' দেশকে কি ক্রমপ্রসারমান অর্থনীতির দেশ বলা যায়? যুক্তিসহ লিখ। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে ভোগ বলে।

খ মাথাপিছু আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের নাগরিকদের গড় আয়। নির্ধারিত হয় মোট জাতীয় আয় এবং মোট জনসংখ্যার মান দুটি দ্বারা। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে সে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ GDP নির্ণয়ের সূত্র ব্যাখ্যা কর।

ঘ জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য করণীয় কী? আলোচনা কর।

প্রশ্ন ▶ ৬ সম্প্রতি তারেক তার পরিবারের সাথে ইউরোপ সফরে যায়। এ সময় সে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ করে। সেসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে তার নিজ দেশের জীবনযাত্রার মানের অনেক পার্থক্য খুঁজে পায়। *◀ শিখনফল-৬*

ক. উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে নরওয়ে কোন ধরনের দেশের অন্তর্গত? ১

খ. নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা কীভাবে দেশের উন্নয়নে সাহায্য করে? ২

গ. তারেক যে দেশগুলোতে ভ্রমণ করে সেখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তারেক তার নিজ দেশের সাথে উক্ত দেশসমূহের যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে পার্থক্য লক্ষ করে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে নরওয়ে উন্নত দেশের অন্তর্গত।

খ নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা উৎপাদন ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে সাহায্য করে।

উন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে কম হওয়ার মাথাপিছু আয় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শিক্ষার উচ্চহার, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির কারণে জনগণ মানব সম্পদে পরিণত হয়। এই জনসম্পদ দেশের উৎপাদন ও উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৭ সুরুজ আলী একজন কৃষক। তার একমাত্র সন্তান রহমত কানাডায় বাস করে। সে (রহমত) একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে 'N' কোম্পানিতে কাজ করে। সম্প্রতি, 'N' কোম্পানি বাংলাদেশে তাদের একটি শাখা খুলেছে। সেখানে অনেক লোক কাজ করছে এবং বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে অবদান রাখছে। *◀ শিখনফল-১ ও ৬*

ক. সিডিএমপি-এর পূর্ণ রূপ কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সুরুজ আলী ও কোম্পানি N-এর আয়ের মাধ্যমে অর্থনীতির কোন সূচককে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুরুজ আলী যে খাতে কর্মরত সেটির উন্নয়নের মাধ্যমে কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব? বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▶ ৮ শাহিদ শ্রমিক হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ দুবাই যায়। তার মত আরও অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক এদেশে কাজ করে। দেশে থাকতে সে দু'বেলা খেতে পেত না, লেখাপড়ার সুযোগ পায় নি। কিন্তু এখন সে উন্নত জীবনযাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি ভোগ করছে। সে ভাবে কবে তার দেশ এদেশের পর্যায়ে পড়বে। *◀ শিখনফল-৩*

ক. কোন দেশ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার? ১

খ. মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শাহিদের ভাবনা কীভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার কোনটি?
ক যুক্তরাজ্য খ যুক্তরাষ্ট্র
গ ইতালি ঘ চীন

২. দেশের জাতীয় আয় ১০০,০০০ টাকা, রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ যথাক্রমে হলো ৮০,০০০ টাকা ও ৬০,০০০ টাকা। তাহলে জিডিপির পরিমাণ কত?
ক ৬০,০০০ টাকা খ ৮০,০০০ টাকা
গ ১,০০,০০০ টাকা ঘ ১,২০,০০০ টাকা

৩. কোন দেশটি নিম্ন মধ্য আয়ের?
ক কেনিয়া খ থাইল্যান্ড
গ মিশর ঘ কম্বোডিয়া

৪. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক কোনটি হতে পারে?
ক মোট উৎপাদন খ মাথাপিছু আয়
গ মোট বিনিয়োগ ঘ মোট রপ্তানি

৫. দেশের কত শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে?
ক দুই-পঞ্চমাংশ খ এক-পঞ্চমাংশ
গ তিন-পঞ্চমাংশ ঘ এক-তৃতীয়াংশ

৬. উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করে—
i. উচ্চ মাথাপিছু আয়
ii. দ্রব্যমূল্য স্তর ঠিক থাকা
iii. অধিক পরিমাণে আমদানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

৭. অর্থনীতির খাত বলতে বোঝায় অর্থনীতির বিভিন্ন—
i. শাখা
ii. অংশ
iii. বৈশিষ্ট্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. অর্থনীতির নির্দেশক বলা হয়—
i. মোট জাতীয় উৎপাদন
ii. নিট জাতীয় উৎপাদন
iii. মাথাপিছু আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. উৎপাদিত উপাদানের মূল সমষ্টিকে কী বলা হয়?
ক মোট জাতীয় আয় খ মোট জাতীয় উৎপাদন
গ মাথাপিছু আয় ঘ মোট উৎপাদন

১০. মোট জাতীয় উৎপাদনে কী পরিমাপ করা হয়?
ক এক বছরের মোট উৎপাদন
খ এক মাসের মোট উৎপাদন
গ পাঁচ বছরের মোট উৎপাদন
ঘ একটি এলাকার মোট উৎপাদন

১১. জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে—
i. বিদেশে বসবাসকারী দেশি নাগরিকের আয়
ii. দেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের আয়
iii. বিদেশে অবস্থানরত দেশি সংস্থার আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. কোনো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে—
i. দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভূমির ওপর
ii. মোট শ্রম ও মূলধন বিয়োগের ওপর
iii. কী পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অর্থনীতির ক্লাসে রফিক স্যার উৎপাদনের উপাদান বিষয়ে ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি একটি উদাহরণে বলেন তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় এবং কাপড় থেকে শার্ট উৎপাদন করা হয়। এভাবে উৎপাদন সম্পন্ন হয়।

১৩. উদ্দীপকে শার্ট কোন ধরনের পণ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক প্রাথমিক দ্রব্য খ মাধ্যমিক দ্রব্য
গ চূড়ান্ত দ্রব্য ঘ উৎকৃষ্ট দ্রব্য

১৪. উদ্দীপকে মোট জাতীয় উৎপাদন হিসেবে কোনটিকে বিবেচনা করা হয়—
i. তুলা ii. কাপড়
iii. শার্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

১৫. ভূমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্য কোন খাতের অন্তর্গত?
ক বনজ খ কৃষি
গ শাকসবজি ঘ শিল্প

১৬. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কতটি খাতে ভাগ করা যায়?
ক ১৫টি খ ১৪টি
গ ১৩টি ঘ ১২টি

১৭. অর্থনীতির খাত বলতে বোঝায় অর্থনীতির বিভিন্ন—
i. শাখাকে ii. অংশকে
iii. বৈশিষ্ট্যকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সারণিটির আলোকে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দেশ	মাথাপিছু আয়
চীন	৪২৬০
তুরস্ক	৯৫০০
থাইল্যান্ড	৪২১০

১৮. সারণি নির্দেশিত দেশগুলো মাথাপিছু আয় অনুযায়ী কোন ধরনের দেশের অন্তর্ভুক্ত?
ক উন্নত খ উচ্চ মধ্য আয়
গ নিম্ন মধ্য আয় ঘ উন্নয়নশীল

১৯. এ ধরনের দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য—
i. শতভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী
ii. শিল্পায়নের হার বৃদ্ধি
iii. সামাজিক অবকাঠামোর ঊর্ধ্বমুখী উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. বাংলাদেশের অর্থনীতি কী ধরনের?
ক কৃষিভিত্তিক খ শিল্পভিত্তিক
গ পর্যটনভিত্তিক ঘ বৈদেশিক আয়ভিত্তিক

২১. সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে?
ক কৃষি খাতের খ শিল্প খাতের
গ শিক্ষা খাতের ঘ নির্মাণ খাতের

২২. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য—
i. কৃষিপ্রধান ii. শিল্পনির্ভর
iii. প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বাংলাদেশে কত বছর স্থায়ী ছিল?
ক প্রায় পঞ্চাশ বছর খ প্রায় এক শত বছর
গ প্রায় দুই শত বছর ঘ প্রায় তিন শত বছর

২৪. কৃষিক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে—
i. জমিদারি প্রথা প্রবর্তিত হয়
ii. বাধ্যতামূলকভাবে নীলকর প্রবর্তিত হয়
iii. কৃষি ও কৃষক সমাজ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. কোন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রয়োজন হয়?
ক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য
খ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য
গ বৈদেশিক সাহায্যের জন্য
ঘ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য

২৬. দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছে?
ক পরিকল্পিত উন্নয়নের
খ অবকাঠামো নির্মাণের
গ অধিক ঋণ প্রাপ্তির
ঘ এনজিওগুলোকে তৎপর করার

২৭. কৃষি উন্নয়নে সরকার যেসব নীতিমালা প্রণয়ন করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—
i. জাতীয় পণ্য বিপণন নীতি
ii. সমন্বিত সার বিতরণ নীতি
iii. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. কোনো দেশ উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল কিনা তা বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের কোন বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে হবে?
ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন খ অর্থনৈতিক অবকাঠামো
গ বৃহদায়তন শিল্প ঘ অর্থনীতির মেরুদণ্ড

২৯. উন্নয়ন হলো—
i. অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন
ii. উৎকর্ষতা
iii. সার্বিক মানোন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. কোন দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটার সাথে সাথে তা দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে?
ক উন্নত দেশ খ উন্নয়নশীল দেশ
গ স্বল্পোন্নত দেশ ঘ অনুন্নত দেশ

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ ঘটনা-১: বাংলাদেশে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট জাতীয় আয় অর্জন করে ১৪,৩৩,২২৪ কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অর্জন করে ১৬,১০,৮৯৫ কোটি টাকা।

ঘটনা-২: বিশ্ব ব্যাংকের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফলতা দেখাচ্ছে।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশ উন্নয়নের কোন মাত্রায় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণে ঘটনা-১ এর তথ্যই যথেষ্ট কি না— বিশ্লেষণ কর। ৪

২.▶ আনিকা বাংলাদেশ থেকে নরওয়ের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। নরওয়ে থেকে আশেপাশের ইইউভুক্ত কয়েকটি দেশেও তার যাবার সুযোগ হয়েছে। সেখানে আনিকা লক্ষ করেছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে ঐসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অমিল অনেক বেশি। সেখানে সে এ সত্যটি উপলব্ধি করেছে যে, বসবাসের জায়গা হিসেবে বাংলাদেশের চেয়ে ঐসব দেশ অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে।

ক. ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম ছয়মাসে বাংলাদেশের মোট আমদানির কতভাগ চীন থেকে এসেছে? ১
খ. 'দারিদ্র্যের ধারণাটি' ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আনিকার দেখা ইউরোপের দেশসমূহকে উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে যে ধরনের দেশে ফেলা যায় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'আনিকা'র দেখা ইউরোপের দেশগুলোর বৈশিষ্ট্য উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন—যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶

দেশ	মোট জাতীয় আয় (বিলিয়ন ডলার)	মাথাপিছু জাতীয় আয় (ইউএস ডলার)
ক	৫৩৬৯.১	৪২১৫০
খ	১০৪.৫	৬৪০

ক. GDP এর সংজ্ঞা লেখ। ১
খ. উৎপাদনের প্রাথমিক দ্রব্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'খ' দেশটি এখনও অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুতেই নিয়োজিত"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪.▶ মৌলভীবাজার গ্রামের চেয়ারম্যান জনাব শায়েখ এলাকার বেকার যুবকদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেন, যাতে তারা বিদেশে গিয়ে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এছাড়া তিনি গ্রামের মহিলাদের নানারকম কুটির শিল্পজাত পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ দেন। এসব পণ্যের বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

ক. বাণিজ্যের কয়টি দিক আছে? ১
খ. শিল্পায়িত অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. মৌলভীবাজার গ্রামের চেয়ারম্যান জনাব শায়েখের উদ্যোগ কীভাবে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রামের মহিলাদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫.▶ ১০ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের শিক্ষিকা নাসরিন আপা তার শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু আয় সম্পর্কে লেকচার দিচ্ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দিলেন। যদি বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় ১০ লক্ষ টাকা হয় এবং জনসংখ্যা ৫০০০ জন হয় তাহলে মাথাপিছু আয় হবে ২০০ টাকা।

ক. ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ছিল? ১
খ. অনুন্নত দেশ বলতে কী বোঝ? ২
গ. নাসরিন আপার উদাহরণটি সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত জাতীয় আয় কীভাবে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.▶ সম্প্রতি তারেক তার পরিবারের সাথে ইউরোপ সফরে যায়। এ সময় সে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ করে। সেসব দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে তার নিজ দেশের জীবনযাত্রার মানের অনেক পার্থক্য খুঁজে পায়।

ক. উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে নরওয়ে কোন ধরনের দেশের অন্তর্গত? ১
খ. নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা কীভাবে দেশের উন্নয়নে সাহায্য করে? ২
গ. তারেক যে দেশগুলোতে ভ্রমণ করে সেখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তারেক তার নিজ দেশের সাথে উক্ত দেশসমূহের যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে পার্থক্য লক্ষ করে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.▶ ডেভিট ও জন দুই বন্ধু। তারা অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে আসে। এখানে তাদের বন্ধু তারেক ও সোহেল তাদেরকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়ে দেখায়। ডেভিট ও জন বাংলাদেশের এরূপ দারিদ্র্য ও বিভিন্ন দিকে অনগ্রসরতার কারণ জানতে চাইলে তারিক তাকে বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে। সোহেল আরও জানায়, দেশের সার্বিক উন্নয়নে (২০১১—২০১৫) আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ক. পাকিস্তানিরা এ দেশ কত বছর শাসন করে? ১
খ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ডেভিট ও জন-এর প্রশ্নের উত্তরে তারিকের বক্তব্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের সার্বিক উন্নয়নে সোহেলের বক্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

৮.▶ তথ্য-১: আরাফাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে পিতার গার্মেন্টস শিল্পের সাথে যুক্ত হয়।

তথ্য-২: ইশায়াত বুয়েট থেকে অধ্যয়ন শেষে রিয়েল এস্টেটে যোগ দেয়।

ক. ২০০১১-১২ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান কত? ১
খ. জাতীয় আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য-১ অর্থনীতির কোন খাতের সাথে সম্পৃক্ত? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মোট দেশজ উৎপাদনে তথ্য-১ এবং তথ্য-২ এর অবদান তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ উন্নয়নের মাত্রা হিসেবে তিন ধরনের দেশের বৈশিষ্ট্য—
১. শিল্পায়িত অর্থনীতি।
২. কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, বেকার সমস্যা।
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা।

ক. শিল্পায়নের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন কী? ১
খ. ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতার অভাব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' রাষ্ট্রের অর্থনীতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' ও 'গ' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

১০.▶ রফিক, স্বপন ও অদ্রি এমন একটি দেশের নাগরিক, যে দেশে কৃষিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু শিল্পখাতের গুরুত্ব ও অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জনসংখ্যাধিক্য। জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। অথচ দেশটি তার অবস্থার উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

ক. বাংলাদেশে ২০১১-১২ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনে ৫টি সমন্বিত খাতের মধ্যে কৃষিখাতের অবদান শতকরা কত? ১
খ. মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী রফিক, স্বপন ও অদ্রি কোন দেশের নাগরিক? উক্ত দেশের শিল্পক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কোন দিক থেকে উক্ত দেশটিকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়? এ ব্যাপারে তোমার নিজস্ব মতামত দাও। ৪

১১.▶ শাহিদ শ্রমিক হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ দুবাই যায়। তার মত আরও অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক এদেশে কাজ করে। দেশে থাকতে সে দু'বেলা খেতে পেত না, লেখাপড়ার সুযোগ পায় নি। কিন্তু এখন সে উন্নত জীবনযাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি ভোগ করছে। সে ভাবে কবে তার দেশ এদেশের পর্যায়ে পড়বে।

ক. কোন দেশ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার? ১
খ. মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাহিদের ভাবনা কীভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	খ	২	ঘ	৩	গ	৪	খ	৫	ক	৬	গ	৭	ক	৮	গ	৯	খ	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ
১৬	ক	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ক